যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2014
পৃঃ ৪ কলাম ৩

আকাশের নিচে পাঠদান!

রাজনৈতিক কারণে নাশকতা যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কত ক্ষতি করছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে রাজশাহীর চারঘাটের কাশাবিপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলে। নির্বাচনের আগের দিন এই বিদ্যালয়ে আগুন দেয় বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকরা। এ বিদ্যালয়টি আদতে ভোটকেন্দ্র ছিল না; কিন্তু দুর্বৃত্তরা বিদ্যালয়টিকে ভোটকেন্দ্র ভেবে তাতে আগুন লাগায়। এতে আসবাবপত্রসহ বিদ্যালয়ের চারটি কক্ষ ভস্মীভূত হয়। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, খোলা আকাশের নিচে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। অর্থাৎ নতুন বছরের শুরুতেই বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে বিদ্যালয়টির আড়াইশ শিক্ষার্থী। এদের মানসিক অবস্থা এক ছাত্রীর কথা থেকে উপলব্ধি করা যায়। অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী বলেছে, নতুন ক্লাসে ওঠার খুশিটাই আলাদা; কিন্তু স্কুলে গিয়ে যখন দেখি আগুনে সব পুড়ে গেছে, তখন মনটাই খারাপ হয়ে যায়। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কাশাবিপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের ঘোষণা করে তোসার আহ্বান জানাই। দ্বিতীয়ত, যারা বিদ্যালয়টিতে আগুন দিয়ে শত শত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনকে বাধাগ্রস্ত করেছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পুলিশ প্রশাসনকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে অবশ্যই।

> শক্ত হাতে দমন করতে হবে অপশক্তিকে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ জিম্মি হতে পারে না।

এ এক আশ্চর্য সময় পার করছি আমরা, যখন ক্ষমতার স্বার্থে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ এবং নির্দোষ স্থাপনার ওপরও আঘাত করা হচ্ছে। এ আঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি উপাসনালয়ও। হামলাকারীদের উদ্দেশ্য সমাজে এমন এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যাতে সরকার তাদের দাবির প্রতি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এতে যে দেশ ও মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাদের কোনো দৃষ্টিপাত নেই। বলাই বাহুল্য, সংখ্যালঘু হিন্দু কিংবা ছাত্রছাত্রী মানেই যে সে বা তার অভিভাবক সরকার সমর্থক, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। অথচ নির্বিচারে পোড়ানো কিংবা ধ্বংস করা হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির-স্থাপনা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক সমস্যার সুরাহা হওয়া উচিত রাজনৈতিকভাবেই। মানুষের জীবন ও সম্পদকে টার্গেট করতে হবে কেন?

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত, পাঠদান কর্মসূচি ও পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং চলাচলে নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি মিলে এমন এক সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহাদুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। রাজশাহীর কাশাবিপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রীদের দুরবস্থা বিচ্ছিন্ন কোনো চিত্র নয়। বস্তুত দেশের অনেক এলাকার অবস্থা একইরকম। এ দুরবস্থা সারিয়ে তোলাই শুধু নয়, ভবিষ্যতে যাতে অগ্নিসংযোগসহ কোনো ধরনের নাশকতা না ঘটতে পারে, সেই দায়িত্বও নিতে হবে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে। শক্ত হাতে দমন করতে হবে অপশক্তিকে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ জিম্মি হতে পারে না। অনিশ্চিত হতে পারে না ছাত্রছাত্রীদের জীবন। বাধাগ্রস্ত হতে পারে না সংখ্যালঘুদের ধর্মচর্চা পালনের অধিকার। নতুন সরকারের এজেন্ডায় এ দিকটি অগ্রাধিকার পাবে— এটাই প্রত্যাশা।